তথ্য ও গণসংযোগ বিভাগ
Information and Public Relations Division

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

প্রেস রিলিজ

তারিখ: ৯ এপ্রিল ২০২৬

বাউবির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড এস্টেট বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে উপাচার্যের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত:

উন্নয়ন কার্যক্রমে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিহারের আহ্বান বাউবি উপাচার্যের

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি)-এর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড এস্টেট বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খানের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল ২০২৬) বেলা ২টায় গাজীপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দপ্তরের সম্মেলন কক্ষে উপাচার্যের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে উপাচার্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচিত হন।

সভায় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মোঃ মাহফুজ-উল আলম বিভাগের চলমান কার্যক্রম ও অগ্রগতি তুলে ধরেন। তিনি উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের জমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়ের সর্বশেষ অবস্থা, জনবল কাঠামো, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কেন্দ্রগুলোর সার্বিক চিত্র, আধুনিক মেডিকেল সেন্টার ও আইটিভিইটি (ITVET) স্থাপনের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন। পাশাপাশি উত্তরা আঞ্চলিক কেন্দ্রের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস স্থাপন উদ্যোগ, বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি, বাজেট বরাদ্দ, ডিপিপি (DPP) ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রমের (Feasibility Study) অগ্রগতি এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোর উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রস্তাবনা তুলে ধরেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড এস্টেট বিভাগের বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ রেজাউল ইসলাম মূল ক্যাম্পাসসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সম্পন্ন ও চলমান নির্মাণকাজের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। একই সঙ্গে বিভাগের গৃহীত পদক্ষেপ, চলমান কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও তুলে ধরেন।

সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত নিয়ে সমন্বিতভাবে এগিয়ে যাওয়াই তাঁর অগ্রাধিকার। বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বাস্তববাদী হওয়ার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি অবকাঠামো নির্মাণে গুণগত মান নিশ্চিত করা, তদারকি জোরদার করা এবং ক্যাম্পাসের পরিচ্ছন্নতা, রক্ষণাবেক্ষণ ও লিফটসহ মৌলিক সুবিধার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। পাশাপাশি মেডিকেল সেন্টারের সেবার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিহার করে প্রয়োজনভিত্তিক উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশনা দেন।

সভায় প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক সাঈদ ফেরদৌস, ট্রেজারার অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত মোহাঃ শামীম এবং রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) টি.এম আহমেদ হুসেইন বক্তব্য রাখেন। এ সময় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড এস্টেট বিভাগের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মো: খালেকুজ্জামান খান
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)